পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

ওজোপাডিকো বার্তা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর মুখপত্র

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

প্রথম বর্ষ | ২১ এর বিশেষ সংখ্যা-২০১৮

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, ওজোপাডিকো'র জাতীয় শহীদ মিনার ও প্রধান ফটকের শুভ উদ্বোধন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে নবনির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি-২০১৮, ০৫ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, ওজোপাডিকো, শেখপাড়া, খুলনার প্রধান ফটক ও জাতীয় শহীদ মিনারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকো এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) প্রকৌশলী মোঃ হাসান আলী তালুকদার। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকো'র কোম্পানী সচিব, উপ-মহাব্যবস্থাপক(অর্থ), উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআর এন্ড এডমিন), প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, খুলনা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহোদয় প্রথমে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ফটক ও ভাষা শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত জাতীয় শহীদ মিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। তিনি বিদ্যালয়ে ৪৫ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষনা পূর্বক বেলুন উড্ডয়ন করেন। প্রধান অতিথি জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে মার্চপাষ্টের সালাম গ্রহন সহ ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন ইভেন্ট উপভোগ করেন।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, ওজোপাডিকো এর ৪৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান- ২০১৮

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ০৫ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় শুরু হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, ওজোপাডিকো, শেখপাড়া, খুলনা এর ৪৫ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী-২০১৮ অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন খুলনার গণ মানুষের নেতা খুলনা-২ এর মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মিজানুর রহমান,

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বাকী অংশ শেষ পৃষ্ঠায়

বাণী

প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) কর্তৃক প্রকাশিত "ওজোপাডিকো বার্তা" সাময়িকির ২১ শে ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত ।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ পদ্মার এপারের ২১ জেলা সদরসহ ২০ উপজেলার জনগণের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। একই সাথে কোম্পানি হিসাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ স্বরূপ অন্যান্য কর্মকান্ডও করে থাকে। "ওজোপাডিকো বার্তা" সাময়িকির মাধ্যমে ওজোপাডিকোর সামগ্রিক কর্মকান্ড প্রকাশই হলো এর মূল লক্ষ্য। ফেব্রুয়ারি মাস বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে চির স্মরণীয়, গৌরবোজ্জল ও ভাষা শহীদদের রক্তে রঞ্জিত মাস। ১৯৫২ সালের এই মাসে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ নাম না জানা অনেক ভাষা শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলা। কানাডার ভ্যানকুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙ্গালী মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম সর্বপ্রথম ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনার আবেদন জানিয়েছিলেন তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্যারিসে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। আর আমরা পেয়েছি ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা। ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় সোনার বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং ওজোপডিকো সেই লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ(ওজোপাডিকো) এর পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ "ওজোপাডিকো বার্তা" সাময়িকির ২১ শে ফেব্রুয়ারীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের এ মহান উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

"ওজোপাডিকো বার্তা" প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"বাংলার গান গাই"

প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান*

মা, ওরা আমাকে পঙ্গু বলেছে
ওরা বলেছে আমার পা নেই,
মা-আমার কষ্ট নাই
আমি বাংলার গান গাই।
মা, আমি আলীর তলোয়ার, ওমরের হুংকার
বকরের ত্যাগ করা নবীজীর বিশ্বাস নিয়ে
নেমেছিলাম শান্তির আশায়
আমি মরেছি কিন্তু' হারিনি
মা-আমি তোমাকে ছাড়িনি
মা-আমি তোমার সন্তান শহীদ স্মরনি।।
মা-আমি চক্র বিষ্ণুর, ত্রিশূল শিবের
তলোয়ার কার্তিকের, আর অস্ত্র কুবের
আমার হাত-পা-চোখ-দেহ সব দিয়েছি
আমি মরেছি কিন্তু' হারিনি
মা-আমি তোমাকে ছাড়িনি
মা-আমি তোমার সন্তান বিজয় ধ্বনি।।

*নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১,
ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

শহীদ স্মরণে

উম্মে কুলসুম কুসুম*

একটি বছর পার হয়ে আজ,
আবার আসিলো ফিরি।
শহীদের তাজা রক্তে রাঙানো,
একুশে ফেব্রুয়ারি।
রফিক, সফিক, বরকত তারা
মাতৃ ভাষার তরে,
বুকের তাজা রক্ত দিল,
হেলায় অকাতরে।
জঙ্গি পশুরা ছুড়লো গুলি,
নিরীহ বাঙালীর বুকে,
বলিতে সে কথা, আখিঁ ভাসে জলে,
বুক ফেটে যায় দুঃখে।
রক্ত অক্ষরে লিখে গেলো যারা,
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই,
ধন্য তাহারা সারা বিশ্বে,
তাহাদের কোনো তুলনা নাই।
জানিও তোমরা শহীদ বন্ধু,
হয়নি তোমাদের হার।
তোমাদের যত অসমাপ্ত কাজ,
আমরা নিয়েছি ভার।

* পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব, লাইনম্যান-এ
শৈলকূপা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

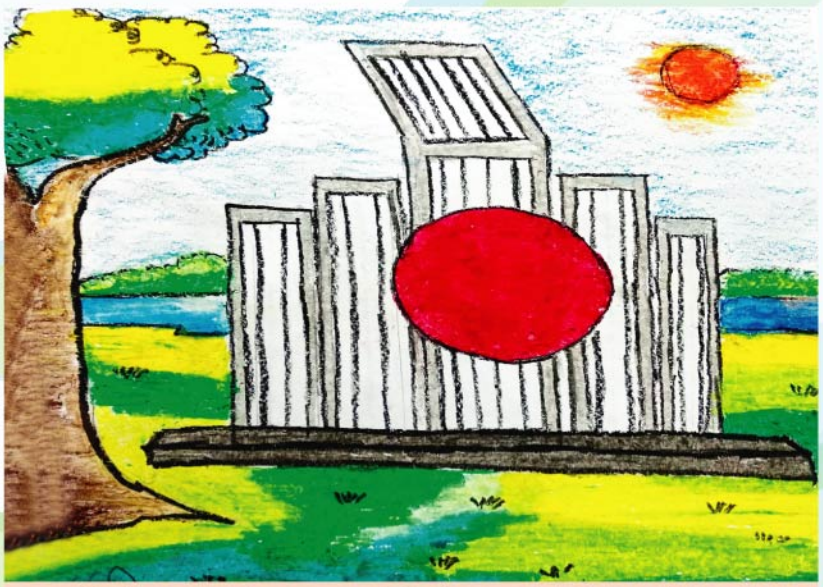

ছবি এঁকেছে- তাসফিয়া জামান ধরিত্রী, পিতাঃ প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জমান
ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডি, সদর দপ্তর।

শেখ হাসিনায় উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

২১ শে'র প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান*

প্রতিশ্রুতি

আজ বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হয়েছে ৪৭ বছর-যদিও আমাদের ৯ (নয়) মাসের সুদীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করেছে। এইদেশ সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ভারত বিভক্তি তথা পাকিস্তান সৃষ্টি - এগুলোর বড় বড় ইতিহাস রয়েছে এবং কাকতালীয় সত্য যে প্রতিটি অর্জন কিংবা বিষয়ে প্রচুর রক্তের কাহিনী জড়িত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে তার আগে-পরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এখনও পাকিস্তান ভারত কুটনৈতিক সম্পর্ক রক্তের মতই।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ হিসেবে, সেখানে মুসলমানদের ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে সকল জনগণের ভাষার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়নি। চাপিয়ে দেয়া হলো বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর উর্দূ ভাষার আবরণ। রক্ত দিতে হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনের পরিণতি ঘটেছে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীকে নতুন করে ভাবতে হয়েছে- আমরা কি যথার্থই স্বাধীনতা পেয়েছি? শুধু ভাষা ব্যবহারের বৈষম্যতাই নয়, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দারুণভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও স্বীকার হচ্ছে। কিন্তু প্রতিকার কি? আবার রক্ত? আবার আন্দোলন? আবার নেতৃবৃন্দের কারাবন্দী!

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙ্গালী জাতিকে স্বস্তি দেয়নি, এমনকি ষাটের দশকের বহুমূখী আন্দোলনের মাধ্যমেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গুরু বাঙ্গালী বার বার বঞ্চিত হয়েছে। অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু মুক্তি কি এসেছে? বার বার বঞ্চিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের জনগণ কি সুখে আছে?

বাস্তবতা

আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৪৭ সালের পর দীর্ঘ ২৩/২৪ বছরের অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনার যে ইতিহাস বাঙ্গালীকে নিঃস্ব করেছে- আজ স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও কি জনগণের মুক্তি মিলেছে? সে মুক্তি অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক। আমরা বিভিন্ন সূচকে অনেক এগিয়েছি-মাথাপিছু গড় আয় বেড়েছে কিন্তু এখনও গৃহহীন জনগণের সংখ্যা বাড়ছে। আসলে গড় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বৈষম্য এমন পর্যায়ে গেছে এবং ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য এমন অবস্থায় রয়েছে যা জনগণের মুক্তির পরিচায়ক নয়।

সুশাসন নিশ্চিত করা যায়নি, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড় করানো যায়নি। বার বার সামরিক শাসন আর জরুরী অবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত জাতীয় চার মূলনীতি। সংবিধানকে বার বার কাঁটা-ছেড়া করা হয়েছে মহল বিশেষের প্রয়োজনে। ধর্ম নামে-বেনামে ব্যবহৃত হয়েছে কুচক্রী মহলের স্বার্থে টিকে থাকার জন্য। কিন্তু জনগণ কি পেয়েছে? জনগণ বার বার বঞ্চিত হয়েছে। মাতৃভাষাতো শুধু বাংলা ভাষা নয়। এই বাংলাদেশে যত জাতি গোষ্ঠী রয়েছে সকলের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানোই তো ভাষা আন্দোলনের অঙ্গীকার ছিল- এ কারনেই ভাষা আন্দোলন স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী কে শুধু শহীদ দিবস নয়, একে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। এ কারনেই মাতৃভাষার স্বীকৃতি সকল জনতার জন্য। এমনকি যে উর্দূ ভাষার বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি- সে উর্দূ ভাষাভাষী জনগণের জন্যও।

মাতৃভাষা আন্দোলনের রক্ত দানের ধারাবাহিকতায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিই আজ মৌলিক প্রশ্ন। সেদিন কত দূরে যেদিন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমে সম অধিকারের সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, সেদিন কবে আসবে যেদিন আমরা প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ পাবো, আর কতদিন অপো করতে হবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য?

আজ বাংলাদেশের চরিত্র হয়েছে ব্যাংক খাতের অসঙ্গতি, পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের দূর্নীতি। এগুলোর জন্য কি আবারো বাঙ্গালী জাতিকে ৫২, ৭১ কিংবা ৯০ এর মতো রক্ত দিতে হবে আর একবার?

উপসংহার

ভাষা আন্দোলনের রক্ত দানের তাৎপর্যতা হলো ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা। ভাষার অধিকারের মতো অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার। আজ সময় এসেছে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের বিষয়ে এবং সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়ে সচেতন হওয়ার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ছি, সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করছি, সারাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন করছি, প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী সকল ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্যবই নিশ্চিত করছি, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের মত কর্মযজ্ঞ সাধন করছি কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে পারছিনা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এগুলোর সাথে অভিভাবক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয় কোন সীমারেখায় পৌঁছালে এরূপ হতে পাওে তা ভাবলে গাঁ শিহরে উঠে।

এখনই সময় এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের- না হলে জাতির বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে, সকল অর্জন ম্লান হয়ে যাবে কুচক্রী মহলের অপতৎপরতায়। যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারে, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে পারে, গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিতে পারে-তাঁদের ত্যাগ কখনো বৃথা যেতে পারেনা- অতীতে যেমন যায়নি।

*ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো, খুলনা।

বিদ্যুতের অপচয় রোধ করি আলোকিত বাংলাদেশ গড়ি

উদ্ভাবনের নতুন দেশ আলোকিত বাংলাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকো এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) প্রকৌশলী মোঃ হাসান আলী তালুকদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকো'র কোম্পানী সচিব, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআর এন্ড এডমিন), প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, খুলনা।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মহানগরের ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক এস. এম আসাদুজ্জামান রাসেল, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ মোতালেব মিয়া, মোঃ জাহিদুল হক ও ফারহানা খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। বিশেষ অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন তার বক্তব্যে বিদ্যালয় নিয়ে স্বপ্ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পানার কথা তুলে ধরেন। অতি সত্ত্বর বিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত যেমনঃ

প্রধান অতিথি খুলনা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ্ব জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ডিজিটালাইজড শ্রেণিকক্ষ, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, সিম্ফোজিয়াম হল রুম ও জিমনেসিয়াম সহ একটি আটতলা ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্বক খুলনা শহরের প্রথম সারির বিদ্যালয়ে রুপান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহনে মার্চপাষ্ট সহ ডিসপ্লে ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভাল লাগার কথা ব্যক্ত করেন। বর্তমান সরকারের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ তিনি গ্রহন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন খুলনা-২ এর মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। তিনি মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বর্তমান কার্যক্রমের ভুয়সী প্রসংশা করেন। এছাড়া বর্তমান সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার বিষয়ে ওজোপাডিকোর অগ্রনী ভুমিকা পালনের কথা বলেন। এছাড়া তিনি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয় তুলে ধরেন।

বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে খুলনা-২ এর মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ মোঃ মিজানুর রহমান মহোদয়কে ক্রেষ্ট উপহার দেন সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) জনাব মোঃ হাসান আলী তালুকদার বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ক্রেষ্ট উপহার দেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ইভেন্টে যারা ১ম, ২য় ও ৩য় হয়েছে তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহোদয় বক্তব্যে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রদান পূর্বক বিদ্যালয়ের আরো উন্নতির আহ্বান রেখে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

শোক-ছায়া

উম্মে কুলসুম কুসুম*

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার বাবা রহিম সাহেব একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। কাল ২১ শে ফেব্রুয়ারি। আবিরের বন্ধুরা শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসবে, তাকেও থাকতে হবে সেখানে, তার পর আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া আরো অনেক কিছু।

আবির তার বাবার কাছে এসেছে টাকা চাইতে। আজকাল তার বাবার শরীরটা খুব একটা ভালো থাকে না। হার্টের ঔষধ টা ও শেষ হয়ে গেছে। তবুও ছেলের খুশি আর সম্মানের কথা ভেবে ঔষধ কেনার পুরো টাকাটা দিয়ে দিল আবিরকে। আবির চলে আসার সময় তার মা তাকে বললো যে আসার সময় যেন বাবার ঔষধটা নিয়ে আসে।

কিন্তু আবির তা পাত্তা দিল না। বরং মাকে কয়েক কথা শুনিয়ে বের হয়ে গেল। কালকের জন্য কিছু ফুল আর একটা কালো পাঞ্জাবী কিনবে আবির, তা না হলে তার মাঝে শোক দিবসের ছাপটা বিরাজ করবে না। ভাবতে ভাবতে সে একটা ফুলের দোকানে প্রবেশ করলো। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হওয়ার জন্য আবির বেশির ভাগ সময়ই ইংরেজি তে কথা বলে। তাই সে ফুল বিক্রেতার সাথেও ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলো, কিন্তু অল্প শিক্ষিত ফুল বিক্রেতা সেটা না বোঝার জন্য আবির আপত্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লো, শেষমেষ রেগে গিয়ে সে ফুল বিক্রেতাকে ইংরেজি ভাষায় গালিগালাজ করলো।

পরেরদিন আবির খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো। এমনিতে সে এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না। আজ তার মনে যতটা ভক্তি তার এক অংশ যদি ঈশ্বরের জন্য থাকতো তাহলে হয়তো প্রতিটা সকালই এরকম হতো। যায় হোক, সে ফ্রেশ হয়ে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তার মনে আজ শোকের ছায়া। তবে সেটা কৃত্তিম, প্রকৃত নয়।

আবির একমনে হেঁটে চলেছে শহীদের স্মৃতিতে সম্মান প্রদর্শন করতে, হটাৎ রাস্তায় একজন রিকশা চালকের সাথে ধাক্কা খেল আবির। যদিও ভুলটা আবিরের তারপরও সে বাবার বয়সী রিকশা চালককে অসম্মান করতে ছাড়লো না।

এমনকি আবির জানতেই পারলো না যে, হতভাগা রিকশা চালক ও একজন ভাষা আন্দোলনের বীর সৈনিক। সফিক, জব্বার এর বন্ধু, সে সেদিন বেঁচে গেছে বলেই আজ সম্মান এর বদলে রাস্তায় অসম্মানিত হতে হলো তাকে।

শহীদ মিনারে পৌছে ভাষা শহীদদের সম্মান জানিয়ে সারাদিন বন্ধুদের সাথে কাটালো আবির। গল্প, আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া এতকিছুর মাঝে আবির তার অসুস্থ বাবার কথা ভুলে গেলো। ভুলে গেলো বাবার ঔষধ নেওয়ার কথা। রাতে বাড়ি ফিরলো আবির। তবে আজ তাদের বাড়িটা প্রতিদিনের মতো শান্ত নয়। চারিদিকে অনেক লোকজনের ভীড়।

আবির গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। বারান্দা অব্দি গিয়ে থমকে যায় সে.....!

বারান্দায় সাদা কাপড়ে ঢাকা তার বাবার লাশ। মা কাঁদছে, আবির নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো ২ফোঁটা নোনা জল। এখন তার মাঝে শোকের ছায়া। তবে সেটা অকৃত্তিম। প্রকৃত শোকের ছায়া।

এভাবেই আমাদের কৃত্তিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, এমনকি শোক ছায়ার ভীড়ে প্রকৃত ভাষা আন্দোলন কারীরা অবহেলিত হচ্ছেন। বিভিন্ন অপসংস্কৃতির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছ বাংলা ভাষা।

আসুন রুখে দাড়ায় এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আবার ফিরে আসুক বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি। আবার জয় হোক বাংলা ভাষার। গর্জে উঠুক জাতি, স্লোগান হোক রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। অমর একুশে...!!!

* পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব, লাইনম্যান-এ
শৈলকূপা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪১-৮১১৫৭৩, ৮১১৫৭৪, ৮১১৫৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬
ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com, web: www.wzpdcl.org.bd